প্রফেসর হযরতের বয়ান সংকলন- ৩

সুদক্ষ পেশাজীবীদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত
নির্বাচিত বয়ানসমূহ

ইসলামে আধুনিকতা

হযরত প্রফেসর মুহাম্মাদ হামীদুর রহমান দামাত বারাকাতুহুম

খলীফা, হযরত মাওলানা মুহাম্মাদুল্লাহ হাফেজ্জী হুযুর রহমাতুল্লাহি আলাইহি ও
মুহিউস সুন্নাহ হযরত মাওলানা শাহ আবরারুল হক রহমাতুল্লাহি আলাইহি

সংকলন
মুহাম্মাদ আদম আলী

মাকতাবাতুল ফুরকান
[ইসলামী কিতাব প্রকাশনা ও বিক্রয়কেন্দ্র]
বাড়ি ■ ১৮, রোড ■ ৭/বি, সেক্টর ■ ৩, উত্তরা, ঢাকা-১২৩০
ফোন: +৮৮০২৮৯৫৬৫৯৯, +৮৮০১৭৩৩২১১৪৯৯
ইমেইল ঃ adamalibd@yahoo.com

প্রফেসর হযরতের বয়ান সংকলন - ৩
ইসলামে আধুনিকতা
হযরত প্রফেসর মুহাম্মাদ হামীদুর রহমান
সংকলন ঃ মুহাম্মাদ আদম আলী

■ **প্রকাশক ঃ**
মাকতাবাতুল ফুরকান
বাড়ি ■ ১৮, রোড ■ ৭/বি, সেক্টর ■ ৩, উত্তরা, ঢাকা-১২৩০
ফোন: +৮৮০২৮৯৫৬৫৯৯, +৮৮০১৭৩৩২১১৪৯৯
ইমেইল ঃ adamalibd@yahoo.com

■ **প্রথম প্রকাশ ঃ** মুহাররম ১৪৩৬ হিজরী / নভেম্বর ২০১৪ ঈসায়ী
■ প্রচ্ছদ ঃ সাইদুর রহমান
■ মুদ্রণ ঃ মুত্তাহিদা প্রিন্টার্স, ৩/খ, পাটুয়াটুলি লেন, ঢাকা-১১০০
■ **গ্রন্থস্বত্ব ঃ** প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means without *written permission* from the publisher.

■ **মূল্য ঃ দুইশত চল্লিশ টাকা মাত্র**

Islame Adhunikota
By Hazrat Professor Muhammad Hamidur Rahman
Compiled by Muhammad Adam Ali
Price: **TK 240; USD 20.00**

ISBN: 978-984-91175-4-4

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রকাশকের কথা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى

আলহামদুলিল্লাহ। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার, যিনি আমাদেরকে এ দুনিয়াতে মানুষ হিসেবে পাঠিয়েছেন। মুসলমান বানিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর উম্মত করেছেন। ইসলামের মত এক অপূর্ব দ্বীন দিয়েছেন। উলামায়ে কেরামের সাথে সম্পর্ক রাখার তাওফীক দিয়েছেন। তাদের খেদমতে করার সৌভাগ্য দিয়েছেন।

সাধারণ মানুষ থেকে আল্লাহওয়ালাদের জীবন ভিন্ন। আবার সব আল্লাহওয়ালাদের জীবন একরকম নয়। এই ভিন্নতার প্রেক্ষিত তারা সৃষ্টি করেননি। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে পছন্দ করে নিয়েছেন। তারপর তাদের জীবন এবং কর্মের মধ্যেও বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছেন। এভাবে বিভিন্ন রুচিবোধের মানুষের জন্য হেদায়েতের রাস্তাকে সহজ করেছেন।
হযরত প্রফেসর মুহাম্মাদ হামীদুর রহমান সাহেব দামাত বারাকাতুহুম (খলীফা, হযরত মাওলানা মুহাম্মাদুল্লাহ হাফেজ্জী হুযুর রহমাতুল্লাহি আলাইহি ও মুহিউস সুন্নাহ হযরত মাওলানা শাহ আবরারুল হক রহমাতুল্লাহি আলাইহি) সে রকম একজন আল্লাহওয়ালা যার বিনয় ও ধৈর্য, দুনিয়া বিমুখতা এবং সর্বোপরি সত্যের পথে নিরলস সাধনা বর্তমান সমাজে এক ব্যতিক্রম দৃষ্টান্ত। তার আশৈশব বেড়ে ওঠা ইংরেজি শিক্ষিত

দ্বীনদারদের জন্য এক বিশেষ অনুপ্রেরণা। পরবর্তীতে উলামায়ে কেরামের সোহবত তাকে এমন উচ্চতায় আসীন করেছে যে, উলামাদের জন্যও তিনি পরিণত হয়েছেন এক বাস্তব আদর্শে। ইসলাহী কর্মকাণ্ডে তার সহজ-সরল উপস্থাপনা সবাইকে মুগ্ধ করে। তার সাথে থাকা, সফর করা এবং খেদমত করতে পারা এ এক পরম সৌভাগ্যের ব্যাপার।

প্রফেসর হযরত ৯ জানুয়ারী ১৯৩৮ সালে মুন্সিগঞ্জের নয়াগাঁও গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশব থেকেই তার শ্রদ্ধেয় পিতা মরহুম ইয়াসিন সাহেব মসজিদের ইমাম, মুয়ায্যিন, মক্তবের উস্তাদসহ অন্যান্য দ্বীনি কর্মে সংযুক্ত ব্যক্তিদের খেদমতে নিয়োজিত করেন। তিনি গ্রামে কুরআন শিক্ষার জন্য মক্তবের উস্তাদ হিসেবে পেয়েছিলেন মরহুম মকবুল হুসাইন রহমাতুল্লাহি আলাইহি, যিনি অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত পরিবারের হওয়া সত্ত্বেও কেবলমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ত্রিশ টাকা বেতনে গ্রামের মক্তবে পড়াতেন। তিনি সকালে ফজরের পরে কুরআন শরীফ পড়াতে বসতেন, আর দুপুর বারটায় উঠতেন। তার তাকওয়া এবং পরহেজগারীর কথা হযরত প্রফেসর হযরত এখনো শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করেন এবং আবেগাপ্লুত হয়ে ওঠেন। শৈশবেই চাকুরীর প্রয়োজনে তার পিতা চাঁদপুরে বদলী হন। তখন তিনিও পিতার সঙ্গে চাঁদপুরে চলে আসেন। এ সময় আওলাদে রাসূল হযরত মাওলানা মুস্তাফা মাহমুদ আল মাদানী রহমাতুল্লাহি আলাইহি-কে যখন বিদ'আতি সম্প্রদায় হত্যার উদ্দেশ্যে মারাত্মকভাবে আহত করে চাঁদপুরের ডাকাতিয়া নদীতে নিক্ষেপ করে, তখন নদীতে মাছ ধরায় ব্যস্ত জেলেরা তাকে উদ্ধার করে চাঁদপুর হাসপাতালে ভর্তি করে দেন। তখন তার মা প্রতিদিন হযরত মাওলানা মুস্তাফা মাহমুদ আল মাদানী রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর জন্য কিছু খাবার তৈরী করে দিতেন। তার পিতা তাকে সঙ্গে করে সেই খাবারগুলো নিয়ে হাসপাতালে হযরতের খেদমতে উপস্থিত হতেন।

পরবর্তীতে ঢাকার ইসলামী হাই স্কুলে (যার কমিটির প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান ছিলেন, মুফতি দ্বীন মুহাম্মাদ রহমাতুল্লাহি আলাইহি) পড়ার সময়ে গনী মিয়ার হাট মসজিদে যখন জোহর নামায আদায় করতে যেতেন, তখন বাংলাদেশের বিখ্যাত তিন বুযুর্গ হযরত মাওলানা আব্দুল ওহাব রহমাতুল্লাহি আলাইহি (পীরজী হুযুর), হযরত মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী রহমাতুল্লাহি আলাইহি (সদর সাহেব হুযুর) এবং হযরত মাওলানা মুহাম্মাদুল্লাহ রহমাতুল্লাহি আলাইহি (হাফেজ্জী হুযুর)-কে দেখতে পেতেন।

প্রফেসর হযরত ইসলামিয়া হাই স্কুল থেকে ১৯৫৫ সালে মেট্রিক পরীক্ষায় একুশতম স্থান অর্জন করে প্রথম বিভাগে এবং ঢাকা কলেজ থেকে ১৯৫৭ সালে ইন্টারমিডিয়েটে তেরতম স্থান দখল করে প্রথম বিভাগে অত্যন্ত সফলতার সঙ্গে পাশ করেন। পরবর্তীতে বুয়েট থেকে ১৯৬১ সালে সপ্তম স্থান অর্জন করে প্রথম বিভাগে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করেন। ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করার পর তিনি সিদ্ধিরগঞ্জ পাওয়ার স্টেশনে দুই বছর এবং ইংলিশ ইলেট্রিক কোম্পানিতে প্রায় ছয় বছর চাকুরী করার পর বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট)-এ ১৯৬৯ সালে এ্যাসিসট্যান্ট প্রফেসর হিসেবে যোগদান করেন। তিনি ১৯৯৫ সালে বুয়েট থেকে এসিস্টেন্ট প্রফেসর হিসেবেই অবসর নেন। তারপর ওআইসির একটি প্রতিষ্ঠান আইইউটি (ইসলামিক ইউনিভার্সিটি অব টেকনোলজি)-তে আরও সাত বছর এসিস্টেন্ট প্রফেসর হিসেবে ছিলেন। এখনো আইইউটিতে খ-কালীন শিক্ষক হিসেবে কর্মরত আছেন।

তাবলীগ জামাআতেও তিনি অনেক সময় লাগিয়েছেন। ১৯৭১ সালে তিনি পাকিস্তানে তিন চিল্লায় সময় লাগান। উক্ত সফরে তিনি হযরত মাওলানা যাকারিয়া রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার সৌভাগ্য লাভ করেন। তাবলীগে সময় লাগানোর সাথে সাথে ইমাম গাজ্জালী রহমাতুল্লাহি

আলাইহি ও হাকীমুল উম্মত মুজাদ্দিদে মিল্লাত হযরত আশরাফ আলী থানভী রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর লিখিত কিতাবাদি পাঠ করার ফলে তার মধ্যে দ্বীনের প্রতি আকর্ষণ আরো বৃদ্ধি পায়। তখন তিনি ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশের বিখ্যাত আলেম হযরত মাওলানা আলতাফ হোসেন সাহেব রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর খেদমতে হাজির হয়ে কোন হাক্কানী পীরের নিকট মুরীদ হওয়ার আগ্রহ ব্যক্ত করেন। তার পরিবারের মুরুব্বীগণ তখন ফুরফুরার পীর সাহেবের নিকট বাইআত ছিলেন। তার এ কথা শুনে হযরত মাওলানা আলতাফ হোসেন সাহেব তাকে হযরত হাফেজ্জী হুযুর রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর নিকট নিয়ে যান এবং তখন তিনি হযরত হাফেজ্জী হুযুর রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর নিকট বাইআত হন। হযরত হাফেজ্জী হুযুর রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর নিকট মুরীদ হওয়ার পর হযরতের বিশিষ্ট খলীফা হযরত মাওলানা মুমিনুল্লাহ সাহেব দামাত বারাকাতুহুম বার বার হযরতের খেদমতে তাকে বেশি বেশি অগ্রসর করে দেন। ফলে হযরতের খাদেম হিসেবে হজের পবিত্র সফর ছাড়াও বিভিন্ন দেশে সফর করার সৌভাগ্য হয় এবং হযরতের সাথে একটি বিশেষ সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

দ্বীনের পথে অগ্রসর হওয়ার ক্ষেত্রে আল্লাহের আরেক অলী হযরত মাওলানা আব্দুল্লাহ সাহেব রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর ও বিরাট অবদান রয়েছে। কারণ তার সন্তানদের দ্বীনি শিক্ষা, তার নিজের আরবী গ্রামার শিক্ষা এবং কুরআনে এত ব্যাপক পরিচিতির সূচনা তার মাধ্যমেই হয়েছে। পরবর্তীতে তিনি হযরত হাফেজ্জী হুযুর রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর ইন্তেকালের পর হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর সর্বশেষ খলীফা হযরত মাওলানা শাহ আবরারুল হক সাহেব রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর সাথে সম্পর্কিত হন। ইসলামী জ্ঞানে এত পারদর্শী এবং প্রজ্ঞাবান হয়েও নিজের সম্পর্কে তিনি বলেন, 'আমি নিজে আলেম নই। উলামায়ে কেরামের জুতা বহন করতে পারাটাও আমি নিজের জন্য সৌভাগ্যের ব্যাপার মনে করি। আলেমদের

কাছ থেকে কুরআন-হাদীসের আলোচনা শুনে সেগুলোই নকল করে থাকি। এক্ষেত্রে আমার কোন ভুল-ভ্রান্তি কারো দৃষ্টিগোচর হলে আমাকে বললে আমি সঙ্গে সঙ্গে সেগুলো সংশোধন করে নিব এবং তার প্রতি চির-কৃতজ্ঞ থাকব।' এজন্য তার ইখলাসপূর্ণ সংক্ষিপ্ত বয়ানে যে অনুভূতি শ্রোতাদের অন্তঃকরণে ব্যাপৃত হয়, দীর্ঘ সময়ের অনেক আকর্ষণীয় জ্বালাময়ী বক্তৃতায়ও তা হয় না।

আমাদের বর্তমান আয়োজন প্রফেসর হযরতের বয়ান সংকলন 'ইসলামে আধুনিকতা'। আমি প্রফেসর হযরতের একজন নগণ্য খাদেম। বাংলাদেশ নৌবাহিনীতে দীর্ঘদিন চাকুরী করেছি (১৯৮৯-২০১১) এবং স্বেচ্ছায় কমান্ডার হিসেবে অবসর গ্রহণ করেছি। হযরত ১৯৯৫ সাল থেকে বাংলাদেশ নৌবাহিনীতে বিভিন্ন অফিসিয়াল এবং আন-অফিসিয়াল দ্বীনি মাহফিল করে আসছেন। এসব অনুষ্ঠানে নৌ বাহিনীর বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা হযরতের বয়ান থেকে উপকৃত হয়েছেন। এ কিতাবে সেসব বয়ান থেকে নির্বাচিত কয়েকটি বয়ান সংকলন করা হয়েছে। হযরতের সোহবতে থাকার উছিলায় এসব বয়ান নিজেরই রেকর্ড করার তাওফীক হয়েছে। পরবর্তীতে আল্লাহ তা'আলা এগুলো লেখা ও প্রয়োজনীয় অংশ হযরতকে দেখানোরও সুযোগ হয়েছে। বয়ানগুলো সামরিক সদস্যদের উদ্দেশ্যে করা হলেও সব পাঠকই এসব বয়ান পাঠ করে ইনশাআল্লাহ দ্বীনের পথে নতুনভাবে আগ্রহী হবেন। আল্লাহপাক এই কাজকে কবুল করুন। আমীন।

অনেকেই আমাদেরকে এই সংকলন প্রকাশের ক্ষেত্রে সহযোগিতা করেছেন। আল্লাহ পাক সংশ্লিষ্ট সবাইকে উত্তম বিনিময় দান করুন। আমরা বইটিকে ত্রুটিমুক্ত ও সর্বাঙ্গীন সুন্দর করার সার্বিক প্রচেষ্টা চালিয়েছি। তারপরও ভুল-ভ্রান্তি থেকে যাওয়া বিচিত্র নয়। সুহৃদয় পাঠকের দৃষ্টিতে কোন অসঙ্গতি ধরা পড়লে আমাদের অবগত করা হলে পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধনের চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহপাক এই বইটির পাঠক, সংকলক, প্রকাশক ও সংশ্লিষ্ট সবাইকে তার পথে অগ্রসর হওয়ার তাওফীক দান করুন। আমীন, ইয়া রাব্বাল আলামীন।

বিনীত

মুহাম্মাদ আদম আলী
সংকলক ও প্রকাশক
মাকতাবাতুল ফুরকান
বাড়ি ■ ১৮, রোড ■ ৭/বি, সেক্টর ■ ৩
উত্তরা, ঢাকা-১২৩০

১৬ মুহাররম ১৪৩৬ হিজরী
১০ নভেম্বর ২০১৪ ঈসায়ী

উ | ৎ | স | র্গ

প্রফেসর হযরতের সাথে সম্পর্কিত সবাইকে।
আল্লাহ তা'আলা এ উসিলায় আমাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ দান করুন। সঠিক দ্বীনি অনুভূতি ও আত্মশুদ্ধি নসীব করুন।

মাকতাবাতুল ফুরকান থেকে প্রকাশিত অনবদ্য গ্রন্থাবলী

প্রফেসর হযরতের বয়ান সংকলন-১
- **বিজ্ঞান ও কুরআন**

প্রফেসর হযরতের বয়ান সংকলন-২
- **ইসলাম ও সামাজিকতা**

প্রফেসর হযরতের বয়ান সংকলন-৪
- **তাবলীগ ও তা'লীম**

প্রফেসর হযরতের বাণী সংকলন
- **আত্মশুদ্ধির পাথেয়**

- **প্রফেসর হযরতের সাথে আমেরিকা সফর**
  মুহাম্মাদ আদম আলী

- **প্রফেসর হযরতের সাথে নিউজিল্যান্ড সফর**
  মুহাম্মাদ আদম আলী

প্রফেসর হযরতের সাথে দেশ-বিদেশে সফরের গল্প
- **পথের দিশা (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড)**
  মুহাম্মাদ আদম আলী

সূচিপত্র

- কুরআন এবং বর্তমান প্রেক্ষাপট / ১৩
  অফিসার্স কলোনী, বা নৌ জা ঈসা খাঁন, চট্টগ্রাম
- আল্লাহর মহত্ত্বের অনুভূতি / ৪৩
  অফিসার্স কলোনী, বা নৌ জা তিতুমীর, খুলনা
- দুনিয়ার জীবনে আখেরাতের জন্য প্রেরণ /৭৯
  অফিসার্স কলোনী, বা নৌ জা ঈসা খাঁন, চট্টগ্রাম
- মুসলমান হিসেবে দায়িত্ব ও কর্তব্য / ৯৮
  অফিসার্স কলোনী, বা নৌ জা ঈসা খাঁন, চট্টগ্রাম
- আধুনিক ধর্মীয় বুদ্ধিজীবি প্রসঙ্গে / ১২২
  অফিসার্স কলোনী, বা নৌ জা ঈসা খাঁন, চট্টগ্রাম
- মাদরাসা শিক্ষার গুরুত্ব / ১৬০
  অফিসার্স কলোনী, বা নৌ জা শহীদ মোয়াজ্জম, কাপ্তাই

কুরআন এবং বর্তমান প্রেক্ষাপট

হযরত প্রফেসর মুহাম্মাদ হামীদুর রহমান সাহেব দামাত বারাকাতুহুম ১৪ সেপ্টেম্বর ১৯৯৮ তারিখে লেফটেন্যান্ট কমান্ডার মুহাম্মাদ আদম আলী সাহেবের বাসা, ঈসা খাঁন এভিনিউ, চট্টগ্রামে সকাল সাড়ে দশটায় প্রায় এক ঘণ্টা এই বয়ান করেন। এখানে বর্তমান সামাজিক প্রেক্ষাপটের ভিত্তিতে মুসলমানদের অবস্থা কুরআনের আলোকে আলোচনা করা হয়েছে।

কুরআন এবং বর্তমান প্রেক্ষাপট

نَحْمَدُه‘وَنَسْتَعِيْنُه‘وَنَسْتَغْفِرُه‘ وَنُؤْمِنُ بِه وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَه‘ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَه‘ وَنَشْهَدُ أَنْ لاَّ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَه‘ لاَ شَرِيْكَ لَه‘وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُه‘ وَرَسُوْلُه‘۞ اَمَّابَعْدُ فَاَعُوْذُبِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ۞ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ ۞ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا ۖ إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۞ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا ۖ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۞ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ ۚ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۞ صَدَقَ اللهَ الْعَظِيْمُ ۞ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّبَارِكْ وَسَلِّمْ ۞

আলহামদুলিল্লাহ, আমি আল্লাহ তা'আলার শোকর আদায় করছি। তিনি তার হাবীব (ﷺ)-এর দ্বীনের খেদমতের জন্য আপনাদের সামনে কিছু সময় নিয়ে আসার সৌভাগ্য নসীব করেছেন। সবাই আর একটুখানি কাছাকাছি বসলে বেশি ভাল হয়। শরীয়তের কোন কাজে পরিপূর্ণ ফায়দা পেতে হলে সঠিক পরিবেশে সেটা করা উচিত। আমরা যে মজলিসে বসেছি, এটা নবী করীম (ﷺ), তার সাহাবায়ে কেরাম (رضي الله عنهم), তাদের পরবর্তী তাবেঈন, তাদের পরবর্তী তাবে-তাবেঈনদের একটা অনুসরণ-অনুকরণ। আর কাছাকাছি বসা, মিলেমিশে বসা - এটা এই পদ্ধতির একটা বড় রকমের সুন্নাত, আদর্শ।

এখন আমরা বলি যে, আমরা বিংশ শতাব্দীর লোক এবং বিংশ শতাব্দী শেষ হয়ে একবিংশ শতাব্দীর প্রথম সাল একদম এসে গেল। এখানে উন্নতি পরপরই আরো বেশি, আরো বেশি। এই মুহূর্তে কম্পিউটার প্রযুক্তি এক অবিশ্বাস্য পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। কমিউনিকেশন সিস্টেম অকল্পনীয় অবস্থায় এসে গেছে। কেবলই উন্নতি হচ্ছে এবং আরো হবে। এটা হচ্ছে এক দিক। আর অন্য দিকে যে কথা আমাদের আলোচনায় বিশেষ করে যাদের আমরা অনুসরণ করি অর্থাৎ পাশ্চাত্য, তাদের আলোচনায়, আসেই না, তা হল ইসলাম, আল্লাহ, তার রাসূল, তার ফেরেশতারা, মৃত্যু পরবর্তী জীবন। এগুলোর আলোচনা নেই। বরং অপাংক্তেয়। যখনই আপনি মওতের আলোচনা করলেন, তখন আপনি একটা অপছন্দনীয় কাজ করলেন! মওতের আলোচনাই করবেন না। অন্য কিছু আলাচনা করেন!

মৃত্যুটা তো পরিষ্কার বোঝা যায়। আসলে মৃত্যু বলতে কিছু বোঝাই যায় না। বোঝা যায় এই অর্থে যে, মানুষ মনে করে, এটাই জীবনের শেষ। আর কিছুই বোঝা যায় না এজন্য যে, তারপরে কি হয় সে ব্যাপারে কারো কোন অনুভূতি নেই। শত চেষ্টা, শত সাধনা - এটা এমন একটা এলাকা যেখানে সবকিছু ব্যর্থ। ঐ সম্পর্কীয় আলোচনায় কোন অগ্রগতি মানুষের

মেধা দিয়ে সম্ভব নয়। আর মেধার সমস্ত খোরাক যোগায় পঞ্চেন্দ্রিয় (Five Senses)।

আমাদের দেখা, আমাদের শোনা - সবচেয়ে বড় দুটি অঙ্গ। তারপর আমাদের শোঁকা। হয়ত অনেকে বলবে যে, আধুনিক সভ্যতায় এ শোঁকার দাম কতটুকু? চোখতো অনেক দিয়েছে, কানও অনেক দিয়েছে। কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞান, আধুনিক টেকনোলজি এবং আধুনিক সভ্যতায় শোকার অবদান কতটুকু? খুব কম মনে হবে না? না-ই মনে হবে। একইভাবে স্বাদ গ্রহণ করা, আল্লাহ তা'আলা জিবের মধ্যে যা দিয়েছেন। এরপর পঞ্চম ইন্দ্রিয় ত্বক (Skin) যা দিয়ে আমরা অনুভব করি।

আমার এক ডাক্তার সাহেব আছেন ঢাকায়। আমি তাকে প্রায়ই দেখাতে যাই। আমাকে প্রত্যেকবারই তিনি বলবেন, 'হামীদুর রহমান সাহেব, ত্বক হচ্ছে শরীরের সবচেয়ে বড় অঙ্গ।' তিনি না বললে এটা কোনদিন আমার অনুভবেই আসত না। হাত একটা অঙ্গ বুঝে আসে, পা একটা অঙ্গ বুঝে আসে, চোখ একটা অঙ্গ বুঝে আসে - কিন্তু ত্বক যে একটা অঙ্গ, এটা আমাদের অনুভূতির মধ্যে নেই। যদিও ইন্দ্রিয় হিসেবে ত্বকের অনুভূতি শক্তি বোঝা যায়। কিন্তু এটা যে একটা অঙ্গ, এভাবে আমরা চিন্তা করি না।

একইভাবে এই পঞ্চম ইন্দ্রিয় ত্বকের স্পর্শের শক্তি, আধুনিক সভ্যতায় এর অবদান কতটুকু? দেখা যাবে, চক্ষু-কর্ণ-নাসিকা-জিব-ত্বক, তার মধ্যে সবচেয়ে বড় বাহ্যিক ভূমিকা রাখছে চোখের শক্তি, কানের শক্তি। শোনা ও দেখা। আমরাও এজন্য লোকজনকে গালি দেয়ার সময় ঐ কথাই বলি, চোখে দেখিস না, কানে শুনিস না? কিন্তু কারো স্বাদ গ্রহণ শক্তি আছে কিনা, এটা কেউ কোন দিন জিজ্ঞেস করে না। অথচ জিব ছাড়া কি অবস্থা হত আমাদের? যদি অনুভবই না করতে পারতাম কোন্‌টা মিঠা, কোন্‌টা টক? এই অনুভব শক্তিকে যদি আল্লাহ ছিনিয়ে নেন, তাহলে বাইরে থেকে কারো কিছু বোঝার উপায় নেই। সুতরাং বাহ্যত সবচেয়ে বেশি

অনুভবযোগ্য অঙ্গ হচ্ছে চোখ ও কান। আল্লাহ তা'আলা কুরআন শরীফেও চোখের কথা-কানের কথা বেশি বলেছেন।

قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ ৬৭:২৩

'আপনি বলুন, তিনি সেই সত্তা যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। তোমাদের দিয়েছেন চোখ, কান আর অন্তঃকরণ।' অন্তঃকরণ পঞ্চেন্দ্রিয়ের মধ্যে পড়ে না। কিন্তু আসল অনুভব তো অন্তঃকরণেই। অন্তঃকরণের অনুভব সম্পর্কে গবেষণায় কোন অগ্রগতি হয়নি। আর এই যে আমাদের পঞ্চেন্দ্রিয় - এগুলো দিয়েই নিত্যনতুন টেকনোলজি এবং বিজ্ঞান আবিষ্কারের শুরু।

চোখ ও কান - বাহ্যিকভাবে এ দুটোর ফাংশনই বোঝা যায়। বাকীগুলো বোঝা যায় না। যদিও তাদের ভূমিকা অনেকখানি আছে। যাক, এখন এই চোখ-কানের উপর নির্ভর করেই বর্তমান বিজ্ঞানের পর্যবেক্ষণ, গবেষণা, আবিষ্কার - সব এগুচ্ছে । এক জেনারেশন (Generation, প্রজন্ম) যেটুকু সঞ্চিত করেছে, যেটুকু বৈজ্ঞানকি কর্মকাণ্ড রেখে যাচ্ছে - পরের জেনারেশন সেটাকে ভিত্তি করেই আর একটু এগিয়ে যাচ্ছে । দিনকে দিন উন্নতি হচ্ছে ।

আবার যারা বিজ্ঞানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, প্রযুক্তির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, তাদেরকে যদি কেউ জিজ্ঞেস করে, বড় বৈজ্ঞানিকের একজনের নাম বল তো? বলে, 'কোন জমানার বলব? এখনকার বিংশ শতাব্দির, না আরো আগের?' যদি বলে যে, 'না, একেবারে আগে থেকে শুরু কর'। বলবে, 'হ্যাঁ, আগে থেকে বললে এরিস্টটল'।[১] সক্রেটিসের নাম কেউ বলবে না, সক্রেটিস যেহেতু দার্শনিক। তিনি আসলে বৈজ্ঞানিক ছিলেন না। 'এরিস্টটল দুনিয়া সম্পর্কে কি তত্ত্ব দিয়েছিলেন?' 'তিনি এ তত্ত্ব দিয়েছিলেন যে, পৃথিবীর চারিদিকে

[1] Aristotle (c. 384 BC - 322 BC), Greece

সব ঘোরে।' 'আর একজনের নাম বলো?' 'টলেমী।'[২] 'টলেমী কি তত্ত্ব দিয়েছিলেন?' 'যে না, সূর্যটা ঘোরে।'

'টলেমীর পরে কারো নাম বল তো?' বলবে, 'কোপার্নিকাস'।[৩] তিনি এসে অনেক এগিয়ে দিলেন। তারপরে গ্যালিলিও। 'Did Galeleo suffer?' 'হ্যা, গ্যালিলিও নির্যাতনের স্বীকার হয়েছেন। ধর্ম নিয়ে যারা আলোচনা করতেন, তাদের হাতে মার খেয়েছেন।' 'কারা তারা?' 'খ্রীষ্টানরা।'[৪] মুসলমান ধর্ম-প্রচারকদের হাতে কোন বিজ্ঞানী মার খেয়েছে - ইতিহাসে নেই। খ্রীষ্টানরাই মেরেছে। আস, তারপরে। মহাকাশের সঙ্গে সম্পর্কিত বিজ্ঞানীরাই ক্রমেই বেশি বেশি দাম পাচ্ছেন। আরও কত লাইনে কতজন কতকিছু করছে, নাম নেই।

সর্বশেষ মহাকাশ লাইনে যিনি, তিনি কে? স্টিফেন হকিং। স্টিফেন হকিংতো বলেই দিয়েছেন যে, ফিলোসফারদের আর কোন কাজ করার নেই। এখন যারা ম্যাথমেটিকস ফিজিক্স, থিওরিটিক্যাল ফিজিক্স - এসব লাইনে আসবে তারা কেবল কথা বলতে পারবে। তারা আগের ফিলোসফারদের কাজ করবে।

আমি বলছিলাম যে, বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে পরপরই উন্নতি হচ্ছে । আর পরের যারা উন্নতি করছেন, তারা বলছেন, আগের তিনি এটা ঠিক বলেননি। এইখানে আর একটু দরকার। বর্তমানে আইনস্টাইনের কর্মকাণ্ড অনেক

[2] Claudius Ptolemy (c. AD 90 - c.168), Egypt

[3] Nicolaus Copernicus (1473-1543), Poland

[4] Born on February 15, 1564, in Pisa, Italy, Galileo Galilei was a mathematics professor who made pioneering observations of nature with long-lasting implications for the study of physics. He also constructed a telescope and supported the Copernican theory, which supports a sun-centered solar system. Galileo was accused twice of heresy by the church for his beliefs, and wrote books on his ideas. He died in Arcetri, Italy, on January 8, 1642.

ব্যাপক হয়েছে। কিন্তু স্টিফেন হকিং দেখিয়ে দিয়েছেন, আইনস্টাইনের এত অবদান কিন্তু তিনি থিওরি অব রিলেটিভিটিতে (Theory of Relativity) ভুল করেছেন। অবশ্য স্টিফেন হকিং এর ভুল কেউ এখনো দেখায়নি। তার সবচেয়ে বড় নামকরা বই, যেটা সারাবিশ্বে আলোড়ন তুলেছে, এ ব্রিফ হিস্টিরি অব টাইম[৫] (A brief History of Time, সময়ের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস)। সেখানে দেখা যাবে তিনি তার পূর্বপুরুষ নিউটন সাহেবকে এমন জঘন্য ভাষায় গালিগালাজ করেছেন যা কেউ কল্পনাও করতে পারবে না। এটা হচ্ছে আধুনিক সভ্যতার স্বাভাবিক প্রাপ্তি (Natural Contribution)। এই লাইনে পূর্ববর্তীরা পেছনে, আমরা আগে।

[5] **Stephen William Hawking** (born 8 January 1942) is an English theoretical physicist, cosmologist, author and Director of Research at the Centre for Theoretical Cosmology within the University of Cambridge. Among his significant scientific works have been a collaboration with Roger Penrose on gravitational singularity theorems in the framework of general relativity, and the theoretical prediction that black holes emit radiation, often called Hawking radiation. Hawking was the first to set forth a cosmology explained by a union of the general theory of relativity and quantum mechanics. He is a vocal supporter of the many-worlds interpretation of quantum mechanics. Hawking has achieved success with works of popular science in which he discusses his own theories and cosmology in general; his *A Brief History of Time* stayed on the British *Sunday Times* best-sellers list for a record-breaking 237 weeks. This book was published in Great Britain by Bantam Press, a division of Transworld Publishers Ltd.